[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দৌলতপুরে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি আহত, পাল্টা গুলি বিজিবির

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে এক বাংলাদেশি কৃষক আহত হওয়ার পর পাল্টা গুলি চালিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ ঘটনায় উত্তেজনার মধ্যে এক ভারতীয় নাগরিককে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। অপর এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সীমান্তে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

শনিবার (১০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার জামালপুর সীমান্তে এসব ঘটনা ঘটে। আহত কৃষকের নাম সাহাজুল (৪০)। তিনি ওই এলাকার সাবাজের ছেলে।

বিজিবি জানায়, জামালপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তের বিপরীতে ভারতের অভ্যন্তরে আনুমানিক ৩০০ গজ দূরে নিজের জমিতে ঘাস কাটছিলেন সাহাজুল। এ সময় ভারতের ১৪৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের নার্সারি ক্যাম্পের একটি টহলদল তাকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড ছররা গুলি ছোড়ে। এতে কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন তিনি।

এ ঘটনার পর সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, একপর্যায়ে কয়েকজন বাংলাদেশি কৃষক ভারতীয় নাগরিক বিদ্বান বিশ্বাসকে কুপিয়ে আহত করেন। একই সময় কাজল ঘোষ (৩০) নামে আরেক ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেন স্থানীয়রা।

বিদ্বান বিশ্বাস ভারতের নদীয়া জেলার দীপেন বিশ্বাসের ছেলে। অন্যদিকে, কাজল ঘোষ ভূপেন ঘোষের ছেলে। তার বাড়ি নদীয়া জেলার রায়ডাঙ্গা এলাকায়।

ঘটনার পর সীমান্তের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিজিবি ও বিএসএফের পক্ষ থেকে লাল পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তে অবস্থান নিয়েছেন। সীমান্তের নিরাপত্তা জোরদার করতে বিজিবির পক্ষ থেকে বাংকার নির্মাণের কাজও চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা

গেছে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি বলেন, সীমান্তে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্তবর্তী মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সবাইকে অননুমোদিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার বিষয়েও সচেতন করা হচ্ছে

দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে দেশীয় পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে একটি দেশীয় পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর রামকৃষ্ণপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মদনের ঘাটে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিজিবি জানায়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে একটি চৌকস টহল দল সেখানে বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় একটি একনলা দেশীয় পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলির আনুমানিক সিজার মূল্য ১০ হাজার ৪০০ টাকা।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) জানায়, সীমান্তে অবৈধ অস্ত্র, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সীমান্ত সুরক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

[redacted]

[redacted]

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিন্দ্য গুহ শনিবার বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে বন্যাকবলিত দুটি ইউনিয়নের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫০ পরিবারকে শুকনা খাবার বিতরণ করেছি এবং নতুন করে আজ ২৫০ পরিবারের মাঝে শুকনা খাবারের পাশাপাশি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে। আরও ১৬ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা রবিবার বিতরণ করা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ইতিমধ্যেই আমরা দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছি এবং বন্যাকবলিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা না আসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও পর্যায়ক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।’

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে টাপেন্টাডলসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১ হাজার ৬২০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ রাজু আহমেদ (৩৫) নামের এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাজু আহমেদ জেলার কুমারখালী উপজেলার ঝাউতলা গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে।

গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দৌলতপুর থানার ওসি মো. খালেদুর রহমানের নির্দেশনায় এসআই মহসিন চৌধুরীসহ পুলিশের সদস্যরা উপজেলার হোসেনাবাদ হিসনাপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালান।

অভিযানকালে রাজু আহমেদকে আটক করে তাঁর কাছ থেকে ১ হাজার ৬২০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় দৌলতপুর থানায় মামলা হয়েছে।

দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. খালেদুর রহমান জানান,

সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দৌলতপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে।

তিনি আরও জানান, রাজু ভারত সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে মাদক সংগ্রহ করে জেলার বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে আসছিলেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছেলের হাতে বাবা খুন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছেলের টর্চলাইটের আঘাতে বানেজ উদ্দিন চৌকিদার (৪৮) নামে এক গ্রাম পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। রোববার (২৬ জুলাই) রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চরপাড়া সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বানেজ উদ্দিন চৌকিদার একই এলাকার মৃত আমির চৌকিদারের ছেলে। অভিযুক্ত ছেলে রাজিব (২৫) ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বানেজ উদ্দিন চৌকিদার তার পালন করা একটি মহিষ বিক্রি করেন। মহিষ বিক্রির টাকা ছেলে রাজিব দাবি করলে বানেজ উদ্দিন তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে রাজিব তার হাতে থাকা একটি টর্চলাইট দিয়ে বানেজ উদ্দিন চৌকিদারের মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত রাজিব পালিয়ে যান।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানার হেফাজতে

নিয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে বিএসএফের পুশইন চেষ্টা, ফেরত পাঠালো বিজিবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) আটজনকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছে। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি-৪৭) ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তা প্রতিহত করে ফেরত পাঠিয়েছেন।

শুক্রবার (২৪ জুলাই) ভোর ৫টা ১০ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধীনস্থ জয়পুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৫২/১-এস-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শুক্রবার ভোর ৫টা ১০ মিনিটের দিকে বিজিবির কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ জয়পুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৫২/১-এস-সংলগ্ন এলাকা দিয়ে ১৪৬ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ব্যাটালিয়নের চর মেঘনা ক্যাম্পের সদস্যরা আটজনকে নদীপথে সাঁতার কেটে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। এদের মধ্যে দুইজন পুরুষ, চারজন মহিলা ও দুইজন ট্রান্সজেন্ডার রয়েছে।

অধিনায়ক বলেন, বিজিবির টহলদল বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করে এবং ওই ব্যক্তিদের বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দেয়। পরবর্তীতে বিজিবির দৃঢ় অবস্থানের মুখে তারা নদীপথেই পুনরায় ভারতের অভ্যন্তরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ফলে অবৈধ পুশইনের প্রচেষ্টা সফলভাবে প্রতিহত করা হয়।

বিজিবির এই কর্মকর্তা বলেন, সীমান্তে যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ এবং সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা

সতর্ক ও প্রস্তুত রয়েছে। সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সীমান্ত এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিজিবি পেশাদারিত্ব, সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

দৌলতপুরের ব্যাংগাড়ি-ধর্মদহ সড়কে চা বিক্রেতার মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সামিরুল শাহ (৬০) নামের এক চা দোকানির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৪ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ব্যাংগাড়ি-ধর্মদহ সড়কের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সামিরুল শাহ দৌলতপুর উপজেলার তেকালা পশ্চিমপাড়ার মৃত বিছার উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ওই সড়কের পাশে একটি মাচাংয়ের ওপর নিহতের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তারা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। নিহতের শরীর ও মুখে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, পুরো বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং রহস্য উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

কুষ্টিয়ায় কৃষি প্রণোদনা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন, কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৫ বছর পর পরিচয় মিলল নেপালি যুবকের

প্রায় পাঁচ বছর ধরে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পরিচয়হীন ও মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ানো এক যুবকের পরিচয় অবশেষে শনাক্ত হয়েছে। তিনি নেপালের নাগরিক বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ইতিমধ্যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় পাঁচ বছর আগে ভারত সীমান্তের জলঙ্গী এলাকা হয়ে ওই যুবক বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে তিনি দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের ইসলামপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন। বর্তমানে তিনি ইসলামপুর এলাকার ইলেকট্রনিক মিস্ত্রি পলাশ আহমেদের (মুক্তার সরকার) হেফাজতে রয়েছেন। মানবিক কারণে পলাশ আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে তাঁর আশ্রয়, চিকিৎসাসহ ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

জানা গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে ওই যুবকের মানসিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তিনি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি ইমো নম্বর দেন। পরে ওই নম্বরে যোগাযোগ করে তার স্বজনদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের পর জানা যায়, যুবকের নাম রিয়ান আনসারী। তিনি নেপালের বারা জেলার কালাইয়া থানার

বাসিন্দা এবং বাদল আনসারীর ছেলে।

রিয়ানের পরিবারের সদস্যরা তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করেছেন এবং দ্রুত দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রতিদিন কয়েকবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন, যা তাঁর মানসিক অবস্থার উন্নতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

রিয়ানের দেখাশোনাকারী পলাশ আহমেদ বলেন, ‘প্রায় চার বছর ধরে রিয়ান আমার কাছেই আছে। পরিবারের একজন সদস্যের মতো করেই তাঁকে দেখাশোনা করছি। সে ভাত খেতে চায় না, গোশতের ঝোল দিয়ে মুড়ি মাখা ও ডিম ভাজি খেতে বেশি পছন্দ করে। কারও সঙ্গে খারাপ আচরণ করে না। শুরুতে তাঁর ভাষা বুঝতে কষ্ট হতো, এখন সে কিছুটা বাংলা বলতে পারে। কয়েকদিন আগে সে তাঁর পরিবারের একটি নম্বর দেয়। সেই নম্বরে যোগাযোগ করে তার পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। এখন সে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচবার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে খুবই খুশি এবং পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায়। তাঁকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারব ভেবে যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার কারণে খারাপও লাগছে।’

ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান একরামুল হক বলেন, ‘বিষয়টি আমরা জেনেছি। ওই মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের বিষয়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে আমি অবগত হয়েছি।’

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, ‘আমি নতুন যোগদান করেছি। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত নই। তাই এ মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না।’

দীর্ঘদিন পরিচয়হীন অবস্থায় থাকা এক ব্যক্তির পরিবারের সন্ধান পাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। একই সঙ্গে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বছরের পর বছর রিয়ানের পাশে দাঁড়ানো পলাশ আহমেদের ভূয়সী প্রশংসা করছেন এলাকাবাসী।